সংসার ভাবনা

লেখক

ড্যানিয়েল হাকিকাতযু
উম্মে খালিদ
শাইখ ইউনূস কাথরদা
গুল আফশান

অনুবাদক

মাহ্‌জাবিন খান

সম্পাদক

আহমাদ ইউসুফ শরীফ
আশিক আরমান নিলয়

সূচিপত্র

শালীনতার শক্তি ৯
বাঁচাও জীবনগুলো, বাঁচাও চেতনা ১৩
বিয়ে করতে চান যদি ১৯
বিপ্রতীপ ২২
সৎপাত্রে কন্যাদান ২৭
স্বামী-বাছাই ৩০
নারীত্ব?! সেটা আবার কী? ৩৩
নারীত্বের প্রয়োগ ৩৯
নারীত্ব থেকে স্ত্রীত্ব ৪৩
কড়া নেড়ো না ভুল দরোজায় ৫০
অনাস্থা ৫২
মিশরীয় জাদুমন্ত্র ৫৫
কৃতজ্ঞতা ৫৮
গৃহিণী মায়ের জব ডেসক্রিপশান ৬২
রমণীর গুণ ৬৬
শাপে বর ৭০
মনের কথা খুইলা কইব ৭৪
কাছের মানুষ দূরে থুইয়া ৭৭
কলহে করণীয় ৮০
বিয়ে, বিচ্ছেদ এবং সোশ্যাল মিডিয়া ৮৩
বহুবিবাহের বহুবিধ ৮৭
বাবা ৯০
মায়ের দিনরাত্রি ৯২
কেন এই নিঃসঙ্গতা? ৯৭

ক্লান্ত মায়ের দ্বীনদারি ১০০
চাপ নিস না! ১০২
আদর ও শাসন ১০৬
সন্তানের কুরআন হিফয ১০৯
প্রতিভা ১১২
সন্তান-পাহারা ১১৪
কওমে-লূতের পুনরুত্থান ১১৬
স্ক্রিন-আসক্তির ১০ প্রতিকার ১১৯

শালীনতার শক্তি

-উম্মে খালিদ

হায়া বা শালীনতা অবশ্যই নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আবার এটা শুধু পোশাকেই সীমাবদ্ধ না; কথায়-কাজে সবকিছুতে শালীনতা প্রয়োজন। তবে নারীদের ক্ষেত্রে হায়ার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।

আমরা যে যুগে বাস করছি, সেখানে শালীনতার ধারণাটাই যেন নিষিদ্ধ কোনো বস্তু। বিশেষ করে নারীর শালীনতা। গড়পড়তা মুসলিম কিংবা অমুসলিম, সবাই এই বিশ্বাস আত্মস্থ করে নিয়েছে।

পশ্চিমে এখন যেসব নারী শালীনভাবে চলাফেরা করেন, তাদের দেখা হয় নিপীড়িত হিসেবে। মনে করা হয় তাদের মূল্যবোধ সেকেলে, বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন। “এরা শরীর দেখাতে চায় না কেন? পরপুরুষদের সাথে যৌন-সম্পর্ক করে না কেন? নিশ্চয় কোনো সমস্যা আছে! মনে হয় ছোটকালে নিপীড়িত হয়েছিল। হুম!”

কিছু মুসলিম নারীও কিছুটা হলেও এই ফাঁদে পা দিয়েছেন। “দেখাই যদি না যায়, তাহলে কীভাবে কী?” এ নিয়ে তারা চিন্তিত। স্বাধীন হতে উদগ্রীব। ভদ্রভাবে চললে মানুষ ভীতু এবং লাজুক মুসলিম নারী ভেবে বসে কি না, এই ভয় থেকে ইচ্ছে করেই হাঁকডাক করে কথা বলেন।

A Return to Modesty: Discovering the Lost *Virtue* নামে একটি বই আছে। ওয়েন্ডি শালিতের লেখা এই বই।

উইলিয়ামস কলেজের শিক্ষার্থী থাকাকালে ওয়েন্ডি চরম বিপাকে পড়ে যান। জীবনে প্রথমবারের মতো দেখতে পান কোনো প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের জন্য একই বাথরুম। প্রকাশ করেন তার সহজাত অস্বস্তিবোধের কথা। সমাজে নারী-পুরুষ মেলামেশা স্বাভাবিকীকরণের বিপদ নিয়েও কথা বলেন তিনি। তিনি ২৩ বছর বয়সে এই বইটি

লিখেছিলেন।

লেখক প্রশ্ন রেখেছেন “যৌন শালীনতাকে মানুষ এত ভয় পায় কেন যে, এর কথা শুনলেই নির্যাতন বা বিভ্রান্তির অভিযোগ করে?”

শালিত ৫ টি আকর্ষণীয় পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন তার বইয়ে :

➡ বিভিন্ন ধরনের অশালীনতা

যৌন অশালীনতার বাইরেও আরও নানা ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা আছে। যেমন: পোশাকের অশালীনতা, প্রদর্শনের অশালীনতা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অতিছোট পোশাক, লাইভ-টুইটিং, ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলোর ভাইরাল ভিডিও এবং স্বীকারোক্তিমূলক ব্লগিং এর কথা। এ সবই নির্লজ্জতার উদাহরণ। যদিও এর সাথে যৌনমিলনের সম্পর্ক নেই। দার্শনিক আইন র‍্যান্ড এটিকে বলেছেন ‘দেখিয়ে বেড়ানোর তাড়না’। ওয়েন্ডি শালিত এই কথাটিই ব্যাখ্যা করেছেন আরও বিশদভাবে।

এই অতিরিক্ত দেখিয়ে বেড়ানোর বিপরীতে গোপনীয়তা রক্ষার প্রশংসা করেন ওয়েন্ডি। যারা এটি অনুশীলন করেন, তাদেরও। তাও এমন একটি পৃথিবীতে, যেখানে নারীর কুমারীত্ব নিয়ে হাসাহাসি করা হয়। এই পৃথিবীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যৌনশিক্ষা চালু করা হয়। নারীরা আগের চেয়েও বেশি ইটিং ডিসঅর্ডার, স্টকিং, উদ্বেগ, যৌন হয়রানি এবং ডেট করতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। লেখিকা বলতে চাচ্ছেন যে, এগুলোর সমাধান হলো শালীনতা।

➡ নারীদের শালীন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এটি নারীর বৈশিষ্ট্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্য। শালিত লিখেছেন,

“শালীনতা একটি সহজাত আচরণ। এটি তৈরি হয় স্বাভাবিকভাবেই এবং নারীর ভালোর জন্য। যাতে তার প্রত্যাশা রক্ষা এবং পূরণ করা যায়। বিশেষ করে, জীবনে একজন পুরুষের ভালোবাসার জন্য যে প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশার সাথে একধরনের দুর্বলতাও চলে আসে। কারণ, একজন পুরুষের কাছে আশাহত হওয়া মানে আমাদের আশাগুলো এক অর্থে শেষ হয়ে যাওয়া। এখান থেকেই কাজ শুরু শালীনতার। শালীনতা এই বিশেষ দুর্বলতাকে রূপান্তরিত করে শক্তিতে। ফলে নারী হুটহাট সিদ্ধান্ত না নিয়ে একটু বিলম্ব করে। দেখেশুনে বেছে নেয় এমন পুরুষদের, যারা আসলেই পাশে দাঁড়ানোর যোগ্য। লালসাও রূপান্তরিত হয় প্রেমে। ইচ্ছেমতো যৌনসঙ্গীর পেছনে ছুটে বেড়ানো

অসভ্য পুরুষদের গলায় লাগাম পরায় নারীর শালীনতা। তারা ঠেকায় পড়ে বুঝতে পারে যে, হাত বাড়ালেই নারীদের পাওয়া যায় না। তারা আসলে একজনমাত্র যোগ্য পুরুষের সন্ধানে থাকে।”

➡ নারীদের অশালীন হতে সাংস্কৃতিকভাবে চাপাচাপি করাটা আসলে তাদের প্রতি অন্যায়। অথচ তারা মনে করছে উলটোটা, এতে বুঝি তারা স্বাধীন হবে। এভাবে তাদের সহজাত প্রকৃতিকে কৃত্রিমভাবে দমন করতে বাধ্য করা হয়। তৈরি হয় মানসিক দ্বন্দ্ব, সেখান থেকে হতাশা। মুসলিম হিসেবে আমরা জানি যে, লজ্জাশীলতা মানুষের ফিতরাত। এতে হস্তক্ষেপ করা মানে ফিতরাত বিকৃতির চেষ্টা। শালিতের ভাষ্য,

“অশালীন হতে উৎসাহ পেয়ে নারী আসলে তার দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়। তারপর সে প্রকৃতপক্ষেই হয়ে ওঠে দুর্বল। মুখে মুখে যুক্তি দেয় যে, সে পুরুষের মতোই, তার কোনো বিশেষ দুর্বলতা নেই ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে সে ঘুরেফিরে তার সহজাত নারীত্বই প্রদর্শন করছে। তবে শক্তি হিসেবে নয়, দুর্বলতা হিসেবে।”

অশ্লীলতা প্রসারের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল তাই নারীর আত্মসম্মান হ্রাস এবং তার মানবিকতা হরণ।

➡ পুরুষ কখনো কখনো নারীদের প্রতি অগ্রহণযোগ্য এবং অবমাননাকর আচরণ করে ঠিকই। কিন্তু সেটা অনেকাংশেই নিজের সিদ্ধান্তে নয়, সামাজিক অবস্থায় প্রভাবিত হয়ে। তারা দেখে যে, সমাজ চাইছেই সে এ রকম হোক। পুরুষরা শুধু প্রতিক্রিয়া জানায়। সুতরাং নারীরা শালীন হয়ে গেলে পুরুষরাও এ রকম হতে বাধ্য। পুরুষটা নষ্টামি করতে চাইছে বটে, কিন্তু করবে কার সাথে? সঙ্গী তো নেই। ফলে তারা বাধ্য হয় নারীদের সম্মান প্রদানে। উচ্ছৃঙ্খলতা ছেড়ে প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্বভিত্তিক সম্পর্ক গড়তে।

➡ নারীর ক্ষমতা আছে পুরুষের নীতি-আদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করার। বইটির সমালোচকরা বইটিকে ‘ভিক্টিম-ব্লেমিং’ এর দায়ে অভিযুক্ত করে। তবে লেখকের যুক্তি এর চেয়ে আরও সূক্ষ্ম। তিনি বলছেন না যে, পুরুষদের অশ্লীলতার জন্য নারীরা দায়ী। অন্যায়ের পক্ষে সাফাই যেমন দেননি, তেমনি উপেক্ষাও করেননি সেই বাস্তবতাকে।

“যে সমাজ শালীনতাকে সমস্যা হিসেবে দেখছে, সেই সমাজ পুরুষের কাছ থেকে দায়িত্বশীলতা আদায় করে নিতে পারবে না। যে সমাজ শালীনতাকে সম্মান করে, সে সমাজে পুরুষরা দায়িত্বশীল হতে বাধ্য।”

বইয়ের অন্য একটি অংশে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বলেছেন। বলেছেন, “নারীরা যা করার অনুমতি দেন বা দেন না, তা পুরো সমাজের আচরণকে প্রভাবিত করে।”

শালিত বিশ্বাস করেন যে, শালীনতার মাধ্যমেই নারী-পুরুষের প্রকৃত সমতা সম্ভব।

বইটির এক পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে, “শালীনতা একটি অভ্যন্তরীণ সুরক্ষাব্যবস্থা, যা নারীদের অশ্রদ্ধাশীল পুরুষের নাগালের বাইরে রাখে। সনাতন ইয়াহূদী ধর্মীয় নিয়ম এবং ইসলামী পোশাক-নীতি শালিতের কাছে নারী-পুরুষ শালীনতার উপকারিতার বাস্তব উদাহরণ। এতে নারীদের দেহের নিয়ন্ত্রণ থাকে তাদের নিজেদের হাতেই। এভাবে নারীরা তাদের প্রেমাকাঙ্ক্ষার সৌন্দর্য রক্ষা করে, পুরুষদের বাধ্য করে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৎ হতে। পরিণতিতে বাড়িয়ে তোলে অন্তরঙ্গতার সম্ভাবনা।”

ওয়েন্ডি শালিত একজন ইয়াহূদী। তবে শালীনতার ব্যাপারে তার চিন্তাভাবনা ইসলামে শালীনতার ধারণার সাথে মেলে। আমাদের অনেক বোন নারীবাদীদের যৌন স্বাধীনতা, অসংযম, প্রদর্শনেচ্ছা ইত্যাদি ধ্যানধারণা দিয়ে প্রভাবিত। তাদের এই বইটি পড়া উচিত।

বাঁচাও জীবনগুলো, বাঁচাও চেতনা

- উম্মে খালিদ

আগে আগে বিয়ে করার মতো অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে লিখেছিলাম কয়দিন পূর্বে। বলেছিলাম এটি সব রকম যিনা-ব্যভিচার, পাপ, সামাজিক বিকৃতি থেকে বাঁচার উপায়।

এই সোজাসাপ্টা কথার বিপরীতে কিছু মানুষের বক্তব্য দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি আমি।

এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু কথা বলার খুব প্রয়োজন।

মুসলিম বাবা-মা হিসেবে আমাদের উচিত তরুণ-তরুণীদের জন্য দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করা, যাতে বাবা-মায়ের অজান্তে তাদের গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ডেটে যেতে না হয়। কিংবা দেওয়া না লাগে মিথ্যা অজুহাত। যেন পর্ন-আসক্ত না হয় তারা।

হালালের বাড়তি মানেই হারামের ঘাটতি। সোজা হিসাব!

অথচ এই সোজা জিনিসের ব্যাপারে কিছু লোকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলি।

“না, তাদের উচিত হস্তমৈথুন করা।”

কী অদ্ভুত! একজন মুসলিম ভাই সরাসরি এই কথা বলছে।

আরেক বোন বলল, “পুরুষদের উচিত দৃষ্টি সংযত রাখা। আর কিছু আলিম তো সাময়িক সমাধান হিসেবে হস্তমৈথুন করার অনুমতি দিয়েছেনই। এটি অভ্যাসে পরিণত না হলেই হলো। সহজ বিষয়।”

সত্যি? এতই সহজ? আমরা এসব কী বলছি!

যা-ই হোক, আরও ভয়ানক কিছু মানুষের কিছু ভয়ানক কথা শুনে নিই।

“তালাক ব্যভিচারের চেয়েও খারাপ।”

“বিয়ে যিনাকে প্রতিরোধ করতে পারে না।”

“বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু যৌনকামনা পূরণ করা নয়।”

“যা সহজে আসে, তা সহজে চলেও যায়। খুব সহজেই যা পাওয়া যায়, তার কদর করা হয় না।”

“তাহলে বাচ্চা-কাচ্চা?”

“কৈশোরের শেষ পর্যায়ে থাকা তরুণরা মানসিকভাবে পরিপক্ক নয়। যোগাযোগ দক্ষতাও ভালো না তাদের।”

“তাদের আগে নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত।”

“এই সমাধানটি খুব সরলীকৃত ও কাল্পনিক।”

“বিয়ে শৈশব কেড়ে নেয়।”

“সংসার কীভাবে চলবে?”

“পুরোনো ইসলামী সংস্কৃতিচর্চা আমাদের আধুনিক সময়ের জন্য অবাস্তব। তা ছাড়া অতীতের ভাবালুতা আজকের তরুণদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।”

“নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা প্রয়োজন।”

“এতে সমাজের কথাকে তোয়াক্কা না করার মানসিকতা তৈরি হয়।”

“বিশ-বাইশ বছর বয়সে তো মানুষ নিজেকেই ঠিকমতো চেনে না। পরে অনেক পরিবর্তনও আসতে পারে।”

“এর পরিবর্তে আমাদের উচিত সন্তানদের নিজেরা সামাল দেওয়া। সংযত হতে শেখানো। যেমন, নিজেকে সংযত না করতে পারলেই ধর্ষণের মতো অপরাধ ঘটে। বৈবাহিক ধর্ষণও এর অন্তর্ভুক্ত।”

“যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা আসলে বেশ সহজ।”

“বিয়ে কোনো সমাধানই না। বিকৃত যৌনতার লোকেরা বিবাহিত অবস্থায়ও

যৌনবিকৃতিই প্রকাশ করবে।”

“বর্তমান সমাজকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণের (রা.) সমাজের সাথে মেলালে হবে না।”

“কোনো এক ছেলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বলে আমার মেয়ের কৈশোর নষ্ট করব নাকি!”

দ্বিমত পোষণ করার এই হলো বেশির ভাগ কারণ।

কিছু কথা জেনে নিন।

১. বিয়ে, যৌনতা এবং ব্যভিচার:

যিনা-ব্যভিচার এড়ানোর সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হলো বিয়ে। জি, এটাই সত্য। আমি বুঝি না কিছু মানুষ কীভাবে এই সহজ সত্যটিকে অস্বীকার করতে চায়।

বিবাহিত হয়েও প্রতারণা করে, এমন মানুষ আছে। এ রকমটা হয়। কিন্তু এতে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটির অকার্যকারিতা প্রমাণিত হয় না। ইসলাম বিয়েকে উৎসাহ দেয়, কারণ তা যিনা থেকে বিরত রাখে। এটি খুবই পুণ্যের কাজ এবং গুরুতর পাপ থেকে সুরক্ষাকারী।

২. হস্তমৈথুন প্রসঙ্গে:

হস্তমৈথুন কীভাবে সমাধান হতে পারে, আমি এখনো বিস্মিত।

আমার মনে হয় ভুলটা হচ্ছে এখানে। ব্যভিচারের চেয়ে যেহেতু হস্তমৈথুন ভালো, সেহেতু এখান থেকে উপসংহার টানা হয় তাড়াতাড়ি বিয়ে করার চেয়েও তা ভালো। এটা মিথ্যা। ইসলামকে চিন্তার মাপকাঠি বানিয়ে ভাবুন। হস্তমৈথুন এবং ব্যভিচার দুটোই পাপ। পাপের মাত্রা রয়েছে। যিনার শাস্তি ‘হদ’। হস্তমৈথুনের এ রকম কোনো শাস্তি না থাকলেও এটি পাপ। তাড়াতাড়ি বিয়ে করা পাপ নয়।

৩. বিয়ে এবং বাচ্চা:

১৭-২২ বছরের মধ্যে বিয়ে করে ফেলতে বলি আমি। এর মানে এই নয় যে, দ্রুত সন্তানও নিয়ে নিতে হবে। বিয়ের পর সন্তান গ্রহণের জন্য সময় নেওয়াই যায়। বিয়ে মানেই হুট করে বাবা-মা হয়ে যাওয়া নয়।

৪. পরিপক্বতা এবং বিয়ের প্রস্তুতি:

দ্রুত বিয়ের পরামর্শ এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। সন্তানকে বিয়েও দেব, সেই সাথে ধৈর্য ও তাকওয়ার মতো গুণাবলিও শেখাব। উপযুক্ত বৈবাহিক প্রশিক্ষণ, রাগ নিয়ন্ত্রণ, বোঝাপড়া, আবেগীয় এবং মানসিক দক্ষতা—বাদ যাবে না কিছুই। প্রত্যেকটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা একটার কথা শুনলে আরেকটাকে বাদ মনে করেন কেন, বুঝলাম না!

কম বয়সে বিয়ের পরামর্শ দেওয়ার মানে এই না যে, বিয়েকে রসিকতা বা হালকা বিষয় বলে ভাবছি। এই বয়সেই গুরুত্ব এবং দায়িত্ব-প্রস্তুতি সহকারে বিয়ে করা যেতে পারে।

৫. ব্যভিচারের ভয়াবহতা:

ব্যভিচার একটি কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচার করতেই শুধু নিষেধ করেননি। এর কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন স্পষ্ট ও কঠোরভাবে।

وَلَا تَقۡرَبُوا الزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। এটি লজ্জাজনক কাজ এবং নিকৃষ্ট পন্থা।"[১]

বিভিন্ন ধরনের যিনার কথা হাদীস থেকে জানা যায়। চোখের যিনা, হাতের যিনা, পায়ের যিনা।

বাস্তবতা হলো, যিনার সাথে আরও অনেক পাপের সম্পর্ক আছে। এমনি এমনি হয়ে যায় না এটি। ব্যভিচারের সূত্রপাত ঘটায় এমন কিছু পাপ আছে।

خلوة (খালওয়া বা নির্জনে একত্র হওয়া), تبارز (তবারুজ বা নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শন), إختلاط (ইখতিলাত বা অবাধ মেলামেশা), ফ্লার্টিং, সেক্সটিং, পর্ন, হস্তমৈথুন ইত্যাদির মাধ্যমে সূত্রপাত ঘটে যিনার।

মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ে মারাত্মকভাবে। কিছু তরুণের পর্ন-আসক্তি থাকে, আবার কেউ হস্তমৈথুনে আসক্ত, কেউ-বা আসক্ত হারাম সম্পর্কে। কেন এসব হারামে জড়িয়ে যায় তারা? কারণ, তারা জানে যে, হালাল কিছুর অনুমতি পেতে তাদের বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে।

---

[১] সূরা আল-ইসরা, ৩২

তাদের দ্রুত হালাল পন্থার ব্যবস্থা করে দিন। এই বোধটুকুই বদলে দেবে তাদের। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে আলো দেখে তারা পরিহার করবে অন্ধকার।

বিয়ে কঠিন করে ফেলা মানে তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া। তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয়। শয়তান হয় উল্লসিত। তারা অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়। হস্তমৈথুন করে, পর্ন দেখে।

৬. যৌনকামনা: মেয়ে বনাম ছেলে

জগৎকে শুধু পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে দেখা ছাড়ুন। নারীদেরও একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, আছে আকাঙ্ক্ষা-বঞ্চনা।

সংকীর্ণ দৃষ্টির লোকেরা ভাবে যে, বিয়েতে শুধু পুরুষদেরই লাভ। তাদের ধারণা কিশোরী-তরুণীদের কোনো যৌনকামনা নেই। কেবল ছেলেদেরই আছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

অনেক মেয়ের বয়ঃসন্ধির শুরু থেকেই প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষা থাকে। এই মেয়েদের সহায়তা করবে দ্রুত বিয়ে। শারীরিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তারা রক্ষা পাবে পাপ থেকে। বিয়ে কোনো লোলুপ পুরুষের চাহিদা মেটানো আর নারী-নির্যাতনের সরঞ্জাম নয়।

প্রমাণ ছাড়া লোকে কেবল মুখের কথা বিশ্বাস করে না। ব্যক্তিগতভাবে এমন অনেক মেয়েকে চিনি আমি। তাদের সাথে আমি কথা বলেছি, কাজ করেছি। তারা হয় ব্যভিচারের কাছে গিয়েছে, নয়তো এতে সরাসরি লিপ্ত হয়েছে।

পনেরো বছর বয়সি এক মুসলিম মেয়ে হাইস্কুলের ড্রামা ক্লাবে যোগ দিয়েছিল। কেন জানেন? যাতে এক অমুসলিম ছেলে সহপাঠীর সাথে দেখা করতে পারে। সময় কাটাতে পারে বাবা-মায়ের অজান্তে।

আমার পরিচিত এক মুসলিম মেয়ে ইচ্ছা করে বাসা থেকে দূরে এক কলেজে ভর্তি হয়। উদ্দেশ্য—অবাধে পার্টিতে যাওয়া ও যিনা করা। নারী এবং পুরুষ উভয়ের সাথেই যিনা করেছিল সে। মেয়েটা এতটাই উশৃঙ্খল হয়ে পড়ে যে, তার অমুসলিম বন্ধুরাও চিন্তিত হয়ে যায় তাকে নিয়ে।

এক অল্পবয়সি মুসলিম মেয়ে অমুসলিম আমেরিকান এক ছেলের সাথে গোপনে অনলাইনে টেক্সট করা শুরু করে। তার বয়স তখন ১৪ আর ছেলের ১৯। এখন তার

বয়স ২১ এবং ছেলের বয়স ২৬। এখনো প্রতিদিন কথা হয় তাদের। সে তার অন্যান্য বিবাহিত ভাইবোনদের সাথে দেখা করার কথা বলে বের হয়। অথচ চলে যায় সেই ছেলের সাথে দেখা করতে অন্য স্টেটে। বাবা-মা কিছুই জানে না। সে ওই ছেলের সাথে বাইরে খাওয়া-দাওয়া করে, গাঁজা খায় আর চিল করে। যিনা যে খুব জঘন্য পাপ, এই বোধটুকু থাকায় যৌনসম্পর্ক স্থাপন করেনি। কিন্তু ওই সময়টুকু হিজাব খুলে রাখে সে। উগ্র পোশাক পরে।

এগুলো বাস্তবতা। আপনারাই বরং মানবসমাজকে চোখ খুলে দেখেন না। অতি-সরলীকৃত আর ভাবালু সমাধানের স্বপ্নে ডুবে আছেন আপনারাই।

দয়া করে চোখ-কান খুলুন। দেখার চেষ্টা করুন মুসলিম তরুণ-তরুণীদের জীবনের বাস্তবতা। লাগামহীন, উগ্র যৌনতা-বেষ্টিত এই সেক্যুলার সমাজে তারা কীভাবে বেঁচে-বর্তে আছে, দেখে আসুন।

কাল্পনিক সমাধানে ভেসে চলবেন না। হালকাভাবে নেবেন না যিনা ও হস্তমৈথুনের মতো ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো।

মুসলিম তরুণদের দয়া করুন!

বাঁচাও জীবনগুলো, বাঁচাও চেতনা!

বিয়ে করতে চান যদি

-শাইখ ইউনূস কাথরাদা

বিয়ে নিয়ে অনেকেই চিন্তিত। বিয়ে ও উত্তম জীবনসঙ্গী খুঁজে পাওয়ার উপায় সম্পর্কে জানতে চান তারা। কিছু বাস্তবসম্মত ও পরীক্ষিত পরামর্শ দিচ্ছি।

মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। বিয়ে একটি ইবাদাত। তাই আমরা প্রত্যেকটি বিষয়ের মতো এ ক্ষেত্রেও আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

❖ আপনার নিয়ত খাঁটি এবং সৎ কি না, নিশ্চিত করুন। বিয়ে কেন করবেন? কারণ, এটি সুন্নাহ। নিজেকে পবিত্র রাখার এবং হালাল সঙ্গী ও সুকূন লাভের মাধ্যম। আল্লাহ আল কুরআনে এভাবেই বলেছেন।

❖ জেনে রাখুন, সমস্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণকর্তা আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই সব সম্ভব। আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকুন। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহর কাছে কাতর আবেদন জানান, তিনি যেন আপনার জন্য বিয়েকে সহজ করে দেন। দুআ কবুলের প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানান। সিজদায়, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে। ভিখারির মতো চাইতে থাকুন আল্লাহর কাছে। সেই সাথে রাখুন আল্লাহর প্রতি দৃঢ় তাওয়াক্কুল। সুধারণা রাখুন যে, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করবেন। খামখেয়ালি ও দায়সারা দুআ করবেন না। মনে রাখবেন, আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলছি। কোনো তুচ্ছ মানুষের সাথে না। দুআয় তাড়াহুড়োও করবেন না, দুআ করা বন্ধও করবেন না। আপনার জন্য সঠিক সময় কোনটি, এটা অবশ্যই আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহকে সময় বেঁধে দিতে যাবেন না। মনে রাখবেন, আপনি আল্লাহর কর্মপরিকল্পনার অধীন। উলটোটা নয়। আপনার তাড়া আছে বলেই আল্লাহ তাঁর নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করবেন না।

❖ আল্লাহর আদেশ পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন। ফরয তো ঠিক রাখবেনই। পাশাপাশি করবেন বেশি করে নফল ইবাদাত। যেমন : যিকর, নফল নামাজ, নফল রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, সাদাকাহ, অন্যকে সাহায্য করা ইত্যাদি।

আপনি আল্লাহর যত নিকটবর্তী হবেন, তত পাপ থেকে দূরে থাকবেন। ততই বেড়ে যাবে দুআ কবুলের সম্ভাবনা।

❖ বিয়ের জন্য সন্দেহজনক উপায় অবলম্বন করবেন না। অনেক ম্যাট্রিমনিয়াল ওয়েবসাইটের কাজকর্ম প্রশ্নবিদ্ধ। শরীয়তের বিধিবিধান অনুসরণ করুন। অভিভাবকের উপস্থিতি ছাড়া দেখা করবেন না পাত্র-পাত্রীর সাথে। আল্লাহর অবাধ্যতা করে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির তোয়াক্কাই করে না অনেক রিলেশনশিপ এক্সপার্ট ও ম্যারেজ প্রফেশনাল। এদের পরামর্শ এড়িয়ে চলুন। যত বেশি আল্লাহর আনুগত্য করব, ইতিবাচক ফলাফল আশা করতে পারব তত বেশি।

❖ হতাশ হবেন না। নিয়ত সহীহ রাখুন। প্রত্যেকটা হালাল পন্থা ব্যবহার করে এগিয়ে চলুন। এখনই বিয়ে না করলে জীবন থেমে যাবে না। চেষ্টা করার সাথে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রাখুন। আল্লাহর ইচ্ছামতো সব যথাসময়ে হবে।

❖ একেবারে মরিয়া হবেন না। অবশ্যই সব দিক ভালো করে বিবেচনা না করে বিয়ে করতে যাবেন না। প্রত্যাশা ও পরিকল্পনাকে রাখুন বাস্তবসম্মত।

❖ পছন্দের পাত্র/পাত্রীকে প্রশ্ন করুন। এ ক্ষেত্রে লজ্জা পাবেন না। আপনার প্রত্যাশা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিন তাকে। কোনো সমস্যা দেখা দিলে কীভাবে সমাধান করা হবে, কে কেমন আর্থিক অবস্থা আশা করেন, সন্তান লালন ও ঘর-গৃহস্থালির কাজ সম্পর্কে কার কী মত, সব আলাপ করুন খোলাখুলিভাবে। বর্তমান সময়ে এমনি এমনি কোনো কিছু বুঝে নেওয়া সম্ভব না। স্বচ্ছতা অবলম্বন করতে হবে। সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর সাথে কথা বলার সময় সততা অবলম্বন করুন। কোনো কিছু অতিরঞ্জিতও করবেন না, লুকোছাপাও করবেন না।

❖ বিয়ে সহজ করার একটি উপায় হলো পরিবারকে সম্পৃক্ত করা এবং বন্ধুবান্ধব ও সমাজে এই ব্যাপারে জানানো। নেটওয়ার্কিং একটি কার্যকরী উপায়। সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে এটা।

❖ কাউকে উপযুক্ত মনে হলে তার সম্পর্কে আশপাশে খোঁজখবর নিন। চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। পরামর্শ করুন বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সাথে। এমন লোকদের পরামর্শ নিন, যারা আসলেই পরামর্শ দানের যোগ্য।

প্রস্তাব মনে ধরলে ইস্তিখারা করুন। বারবার করার প্রয়োজন নেই। স্বপ্ন বা অলৌকিক

কোনো নিদর্শনও দেখতে হবে না। ইস্তিখারা করুন এবং এগিয়ে যান। কল্যাণকর হলে আল্লাহ তাআলা এটা সহজ করে দেবেন।

❖ পরামর্শ ও ইস্তিখারা করার পরে আল্লাহর যা ইচ্ছা ও হুকুম, সেটা মেনে নিন। সবকিছু মনমতো না হলে হতাশ হবেন না। ফলাফল যা-ই হোক, শুধু মনে রাখবেন এটাই হওয়ার কথা ছিল। এটাই আপনার জন্য সর্বোত্তম। আপনি আল্লাহর দিকে ফিরেছেন, তাঁর কাছে হৃদয়ের ফরিয়াদ জানিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে সর্বোত্তম বিষয়টি ভিক্ষা চেয়েছেন। সুতরাং, তিনি আপনার জন্য যা চেয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকুন। ভিন্ন ধারণা পোষণ করবেন না।

যারা বিয়ে করতে চাইছে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বিয়ে সহজ করে দিন। দূর করে দিন তাদের মধ্যকার সব অকল্যাণ। কল্যাণকর করুন তাদের দাম্পত্য-জীবনকে।

বিপ্রতীপ

-উম্মে খালিদ

প্রথমবার আমার স্বামী আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমি প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলাম। আমার বয়স তখন ১৮ বছর। কলেজের নবীন শিক্ষার্থী ছিলাম সে সময়। আর নিজেকে ভাবতাম ফেমিনিস্ট।

পরে তিনি আমাকে আবারও প্রস্তাব দেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বিয়ে হয়। তখন আমার বয়স ২১। আমার জীবনে আল্লাহর দেয়া অন্যতম সুন্দরতম নিয়ামত হলো বিয়ে, আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু প্রথমবার প্রস্তাব পাওয়ার সময় আমার মাথায় কী চলছিল জানেন?

হাইস্কুলে থাকতে কিছুদিন পার্টটাইম জব করেছিলাম একটি ক্যাফেতে। সেখানে একজন বোন আমার সাথে কাজ করতেন।

ধরে নিই, তার নাম হানান। হানান একজন ৩২ বছর বয়সি মরোক্কান বোন। তিনি সেই ক্যাফেতে ফুল টাইম কাজ করতেন। তার ডান হাতের একটি আঙুল ছিল বাঁকা। একদিন তিনি আমাকে এর পেছনের কারণ জানান। তিনি একজন ল্যাটিনো নও-মুসলিমকে বিয়ে করেছিলেন। ভেবেছিলেন সে কত-না জানি চমৎকার মানুষ! তাই তাকে বিয়ে করতে রাজি হন। কিন্তু বিয়ের পর দেখলেন লোকটা তার প্রত্যাশার একেবারে বিপরীত। সে লোকটাই তার আঙুল ভেঙেছে। ডিভোর্স হয়ে গেল তাদের। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য হানান এরপর এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, আঙুলের চিকিৎসা করানোর সময়ও তার হলো না। সেরে গেলেও এখনো বাঁকা হয়ে আছে আঙুলটি। উফ, ভয়ানক!

প্রথমবার কলেজ সহপাঠীর বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর এই হানানের কথাই আমার মনে পড়েছিল।

আপনার কী মনে হয়? এটি কি কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক চিন্তা?

আমার মনে হয় না।

হাইস্কুল জীবনের শেষ ও কলেজ জীবনের শুরুর দিকে গভীরভাবে ভ্রান্ত ফেমিনিস্ট চিন্তাধারা লালন করতাম আমি। ভাবতাম যে, বিয়ে একটি ফাঁদ। নারী নির্যাতনের একটি উপায়। মনে হতো পুরুষমাত্রই দানব। নারী-নির্যাতনই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আর জীবনকে শিকলবন্দী করার সবচেয়ে ভালো উপায় সন্তান জন্ম দেয়া। ভাবতাম স্ত্রী এবং মা হওয়া মূলত দাসত্ব গ্রহণ করার নামান্তর।

এটা অসুস্থ চিন্তা-ভাবনা।

ফেমিনিজম এভাবে আমার মস্তিষ্ক আক্রান্ত করে ফেলে। আমাকে বোঝায় যে পুরুষরা সহজাতভাবেই খারাপ, অবিশ্বস্ত ও অপরাধী। এভাবেই নারীবাদ নারীদের পুরুষদের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। ট্র্যাডিশনাল জেন্ডার রোল নষ্ট করে দেয়। পরিবারকে করে তোলে অস্থিতিশীল।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি বহুদিন আগেই নারীবাদী বিভ্রম থেকে বেরিয়ে এসে একটি স্বাভাবিক, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করছি। বুঝতে পেরেছি যে “পুরুষরা আমাদের শত্রু” এই মনস্তত্ত্বটি প্রকৃতপক্ষে কতটা বিকৃত।

তবে বর্তমানে, সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায় এই বিকৃতিতে ডুবে যাচ্ছে। আইডিয়াল মুসলিমাহ নামক পেইজের একটি সাম্প্রতিক জনপ্রিয় লেখা সম্পর্কে একজন আমাকে আমার মতামত জানাতে বলেন।

এতে বলা হয়, মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সতর্ক থাকা উচিত। কারণ, পুরুষরা অত্যাচারী। তা ছাড়া প্রতারক, নীচ, দুশ্চরিত্র, কর্তৃত্ববাদী পুরুষদের থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়। এই লেখাটির সামগ্রিক লক্ষ্য ছিল মুসলিমাহদের দেরিতে বিয়ে করতে উৎসাহ দেয়া। আর পুরুষদের নির্যাতনের শিকার হলে বিচ্ছেদ এবং একাকী জীবন বেছে নেয়া। এই পোস্টটাতে দুই হাজারেরও বেশি লাইক পড়েছে। অর্থাৎ দুই হাজার মুসলিম বোন এটি পড়েছেন এবং এর সাথে একমত হয়েছেন।

ফেমিনিজম এই কাজটাই করে। পোস্টটির লেখক স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এটি ফেমিনিস্ট বা লিবারেল মতাদর্শ-প্রভাবিত লেখা নয়। কিন্তু আমি এই চিন্তাকাঠামোটা চিনি। নিজে ফেমিনিস্ট থাকা অবস্থায় আমি ঠিক এই চিন্তাটাই লালন করতাম।

এই মানসিকতার প্রভাবে খুব সূক্ষ্ম কিন্তু মারাত্মকভাবে পুরুষকে দোষারোপ এবং নারীকে নির্যাতিতা হিসেবে উপস্থাপন করা।

পুরুষ = অত্যাচারী গুন্ডা
নারী = অসহায় ভুক্তভোগী

তরুণ মুসলিমাহদের মনে তৈরি হওয়া এ এক মারাত্মক দ্বন্দ্ব। এটি নির্ঘাত মিথ্যাও বটে।

অবশ্যই কিছু পুরুষ অমানুষ, যাদের চরিত্র খারাপ এবং ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা নেই। তবে কিছু অনুরূপ অমানুষ নারীও আছে। এমন পুরুষ আছে, যারা নারীর কাছ থেকে স্রেফ নিজের সুবিধা আদায় করে। এমন নারীও আছে, পুরুষদের থেকে ফায়দা লোটে।

এরপর আমার বয়স বেড়েছে, বেড়েছে জীবনের অভিজ্ঞতাও। নারীর দ্বারা পুরুষের নির্যাতিত হওয়ার অনেক ভয়ানক ঘটনার সাক্ষী আমি। দেখেছি নারীর দ্বারা পুরুষকে ব্যবহৃত হতে, এমনকি আঘাত পেতে।

তামির (ছদ্মনাম) নামে এক ভাইয়ের গল্প বলি। তার স্ত্রী ও দুটি মেয়ে ছিল। তার স্ত্রী বরাবরই ছিল স্বার্থপর এবং লোভী মহিলা। কিন্তু মেয়েদের কথা ভেবে তামির তাকে সহ্য করছিলেন। এই মারমুখী, অত্যাচারী স্ত্রীর সাথে খুবই কষ্টের দাম্পত্য-জীবন কাটাচ্ছিলেন তিনি। হয়তো স্ত্রীকে সহ্য করতে হবে, কিন্তু বিনিময়ে অন্তত কন্যাদের উজাড় করে ভালোবাসার সুযোগটুকু মিলবে।

ওই মহিলা একসময় ইবাদাত-বন্দেগি বন্ধ করে দিল। হিজাব বাদ দিয়ে দিল। নাকে প্লাস্টিক সার্জারি করল। তারপর ইসলামই ত্যাগ করে ফেলল প্রকাশ্যে।

একসময় পরকীয়া করতে শুরু করে তার স্ত্রী। ব্যভিচার করতে থাকে। তামির সব জানতে পারার পরও এসব নির্লজ্জতা বাদ দেয়নি সে। তার মধ্যে কোনো অনুশোচনাও ছিল না। উল্টো তামিরকেই অপমান করে।

তারপর এই মহিলা বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করে। আদালতে মিথ্যা বলে। দাবি করে যে, তামির তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেছেন। আর কথিত “ধর্মীয় নির্যাতন” তো আছেই। সে তামিরকে আরব-মুসলিম জঙ্গী বলে অভিযুক্ত করে।

আদালতে চলল তার কুমিরের কান্না এবং দুঃখের নাটক। দুর্দান্ত অভিনেত্রী ছিল এই মহিলা।

তামির সেখানে দাঁড়িয়ে তার অভিনয় দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তাকিয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। তার আরব পরিবার তাকে জনসম্মুখে কাঁদতে শেখায়নি।

বিচারক বিশ্বাস করে বসলেন সবকিছু। কারণ অসহায়, নিপীড়িত মুসলিম মহিলার ছাঁচের জন্য সে ছিল সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আর তামির উপযুক্ত ছিলেন অত্যাচারী মুসলিম পুরুষ হিসেবে।

ডিভোর্সের পরে এই মহিলা তাকে অর্থের জন্য রীতিমতো লুট করে ফেলে। তামির ছিলেন ছোটখাটো একটি ব্যবসার মালিক। এই মহিলা তাকে সেটা বন্ধ করতে বাধ্য করে। তার সমস্ত সঞ্চয় আত্মসাৎ করেই ক্ষান্ত হয় না। সেই সাথে নিজের উঁচু দরের ডিভোর্স ল'ইয়ারের পারিশ্রমিক দিতেও বাধ্য করে তামিরকে।

আর বাচ্চাদের ব্যাপারে সে যা করে, তার তুলনায় এসব কিছুই না। সে মেয়ে দুটোর সম্পূর্ণ কাস্টডি পেয়ে গেল। অথচ এরা ছিল তামিরের গোটা পৃথিবী। কয়েক বছর সে তামিরকে মেয়েদের সাথে দেখাই করতে দেয়নি। স্নেহময় বাবা তখনো বড় মেয়েটির স্মৃতিতে জ্বলজ্বলে।

সে প্রায়ই বাবার জন্য কাঁদত। জিজ্ঞেস করত কেন সে তার বাবাকে আর দেখতে পারবে না। তার মা নির্লজ্জভাবে মিথ্যা বলে যে, বাবা তাকে ভালোবাসে না, তাকে দেখতেও চায় না। নির্বিকারভাবে ছোট মেয়েটিকে কাঁদতে দেখত সে। মাসের পর মাস প্রতিরাতে কেঁদে কেঁদে ঘুমাত মেয়েটা।

ওদিকে তামিরও প্রতিরাতে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েন। একসময় কাটতে শুরু করে নির্ঘুম রাত।

প্রাক্তন স্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে তার জীবনের একমাত্র আশা কেড়ে নিয়েছে। সে জানে মেয়েগুলো ছিল তামিরের জীবন। তাকে আরও যন্ত্রণা দেয়ার জন্য তার প্রাক্তন স্ত্রী জানাল যে, সে তার মেয়েদের ব্যাপ্টাইজড করেছে। তাদের প্রতি রবিবার চার্চে নিয়ে যায় সে তার নতুন খ্রিষ্টান স্বামী টমির সাথে।

প্রতিটি হানানের বিপরীতে রয়েছে কোনো-না-কোনো তামির। কিন্তু তামিররা প্রকাশ্যে কাঁদে না। তাদের গল্পগুলো সহজে শোনায় না। হানানরা শোনায়। তাই আমরা কেবল সেগুলোই দেখি। ধরে নিই যে, তামির বলে কিছু নেই।

সত্য কথাটা হলো, বিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। নারী-পুরুষ প্রত্যেকেরই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা রাখা উচিত। জীবনসাথি বাছাই করার

আগে যথাযথ পরিশ্রম করুন এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করুন।

হ্যাঁ, বিয়ে একদমই প্রত্যাশার বিপরীত হতে পারে। হয়তো দেখা যাবে স্বামী বা স্ত্রী খারাপ একজন মানুষ। তবে সবকিছুর মধ্যেই তো ঝুঁকি আছে। অপহৃত হওয়ার ভয়ে কি ঘর থেকে বের হব না? দুর্ঘটনার ভয়ে কি যানবাহনে চড়া বন্ধ করে দেব?

আল্লাহ্ আমাদের কাজকর্ম সংশোধন করে দিন এবং প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে উত্তম জীবনসঙ্গী, ছিমছাম পরিবার এবং দৃঢ় বন্ধনপূর্ণ সংসার দান করুন, আমীন।